বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-যোগাযোগ, জনপ্রিয়করণ ও সম্প্রসারণ ॥ আগামী পথ

সুব্রত বিশ্বাস, বিজ্ঞানকর্মী,শান্তিপুর সায়েন্স ক্লাব

লেখক ছাত্রজীবন থেকে বিজ্ঞান আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়েন। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় গড়ে তোলেন সায়েন্স ফোরাম। এরপর শান্তিপুর সায়েন্স ক্লাবের বিজ্ঞানকর্মী হিসেবে বাগানকাটা,পুকুরভরাট বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন। নবদ্বীপে থাকাকালীন পরিবেশ সংগঠন 'পড়শি' গড়ে তোলেন। তমলুকে পুষ্পপ্রেমিকসভার নেচারস্টাডি ইউনিটের সঙ্গে দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন। কুসংস্কার বিরোধিতা,জ্যোতিষ এর বিপক্ষে জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রচার, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানজনপ্রিয়করণে দীর্ঘ চারদশক ধরে সক্রিয় রয়েছেন। বিজ্ঞান বিষয়ক গল্প, কবিতার লেখক হিসেবে এবং বিজ্ঞানপত্রিকা সবুজকলম-এর সম্পাদকরূপে বর্তমানে জনপ্রিয়। শান্তিপুরের ৪২টি গণসংগঠনের যৌথ মঞ্চ পরিবেশ ভাবনা মঞ্চের সভাপতি তিনি।

সংক্ষিপ্তসার

১॥ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও সম্প্রসারণে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান সমূহের ভূমিকা ॥ জীবন ও জগৎ সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে তার প্রতিফলন ঘটাতে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানসমূহের গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বিজ্ঞান ক্লাব,প্রকৃতিবাদী সংগঠন, বিজ্ঞানের শৌখিন কেন্দ্র বা হবি সেন্টার, জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থাগার, সংবাদপত্র ইত্যাদি বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। সমস্ত প্রক্রিয়ার মধ্যেই কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে এই যুক্তিনির্ভর বিজ্ঞাননিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তি মানুষে সঞ্চারিত করতে - কুসংস্কার বিরোধিতা,অন্ধবিশ্বাস ও ভ্রান্ত ধারণা নিরসন একটি জরুরি বিষয়। আকর্ষণীয় ও সহজ পদ্ধতির মাধ্যমে এই কাজ করতে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানসমূহের আরো সংখ্যা ও সক্রিয়তা বৃদ্ধি জরুরি। তবেই সৃজনশীল বিজ্ঞানমানসের প্রাপ্তি সম্ভব হবে।

২॥ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-যোগাযোগে মুদ্রণ এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমের ভূমিকা ॥ ১৮১৮ সালে দিগদর্শন পত্রিকায় বাংলা ভাষায় প্রথম বিজ্ঞান বিষয়ক নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়। নবজাগরণের যুগে অক্ষয় কুমার দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র বসু, জগদানন্দ রায়,সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণে মুদ্রণমাধ্যমে সক্রিয় ছিলেন। ১৮১৭ সালের মে মাসে বঙ্কিমচন্দ্র রচিত বিজ্ঞানরহস্য গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম বিজ্ঞান গ্রন্থ। বিজ্ঞান বিষয়ক পত্র-পত্রিকা ও পুস্তকাদি বিজ্ঞান যোগাযোগ গড়ে তুলতে সর্বদাই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়ে চলেছে। বর্তমানে উৎস মানুষ,জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিজ্ঞান অন্বেষক,সবুজ কলম- এর মতো বিজ্ঞান পত্রিকা সমূহ নিরলস প্রয়াসী। বৈদ্যুতিন মাধ্যম যেমন রেডিও,টিভি ওয়েবসাইট, ই-মেল ইত্যাদি মাধ্যমেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদান-প্রদানের অমিত সম্ভাবনার সিংহ দুয়ার উন্মোচিত হচ্ছে।

৩॥ বাংলাভাষায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ–আগামী পথ ॥ বিজ্ঞান প্রচারক সংগঠন গুলির মধ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আগামী বিজ্ঞান প্রসারের পথ কুসুমাস্তীর্ণ হয়ে উঠতে পারে। বর্তমানে রাজ্য সরকার পরিচালিত বিজ্ঞানমেলায় বিজ্ঞান ক্লাব সমূহের অংশগ্রহণের বিভাগটি তুলে দেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয়ে অসরকারি বিজ্ঞান সংগঠন সমূহের বিজ্ঞান প্রচার সরকারিভাবে অনুমোদনপ্রাপ্ত নয়, তবুও স্থানীয় ক্ষেত্রে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষকবর্গ একযোগে কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বিজ্ঞান প্রসারের কাজ করে চলেছেন। ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা ও তার নিরসন এবং সৃজনশীল বিজ্ঞানমানসের উন্মেষ ঘটাতে গ্রাম- শহরের বুনিয়াদী স্তরে মিলেমিশে কাজ করতে হবে। প্রতিষ্ঠান,মুদ্রণমাধ্যম এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমের ত্রিবেণী সঙ্গমই আগামী পথ।

৪॥ সামাজিক মাধ্যমের মাধ্যমে বিজ্ঞান-জনপ্রিয়করণ ॥ বর্তমানে আধুনিক মানুষ তার সময়ের অনেকটাই সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোতে ব্যয় করে থাকেন। ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব, টুইটার, ওয়েবসাইট ইত্যাদি যোগাযোগের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়া বা সামাজিক মাধ্যমের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের জ্ঞান, কবিতা,গল্প, বিজ্ঞান- অনুষ্ঠান বা আন্দোলনের সংবাদ এইসব মাধ্যমে দিকদিগন্তে ছড়িয়ে পড়তে সময় নেয় না। এর ফলে যেমন সাধারণ জ্ঞান অর্জন করা, ভ্রান্তধারণা নিরসন করা যেমন সম্ভব, তেমন অপবিজ্ঞান প্রসারে ও ভ্রান্তধারণা প্রচারেও এই মাধ্যমের ভূমিকা আছে। অবিজ্ঞান,

অপবিজ্ঞান ও ভুলব্যাখ্যা ইত্যাদি থেকে মুক্ত হয়ে জনমানসে যাতে বিজ্ঞানবোধ গড়ে উঠতে পারে সেব্যাপারে বিজ্ঞানকর্মীদের এই মিডিয়ায় আরো যত্নশীল হওয়া উচিত।

৫॥ সমাজের সামগ্রিক উন্নতি বিধানে বিজ্ঞান যোগাযোগের ভূমিকা ॥ জনসংখ্যার সমস্যা, অশিক্ষা,অস্বাস্থ্য,পরিবেশ দূষণ,খাদ্যে ভেজাল, চাষে কীটনাশক ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ এর মতো ব্যাধি সামাজিক জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। এর থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় গণজাগরণ। টেকসই উন্নয়নের জন্য চাই বিজ্ঞানবাদী দৃষ্টিভঙ্গির নির্মাণ। শিশুকাল থেকে পরিবেশমনস্কতা, যুক্তিশীলতা এবং সৃষ্টিশীলতার শিক্ষা পেলে তবেই সমাজ কুসংস্কারমুক্ত ও প্রগতিশীল হয়ে উঠতে পারবে। আরো বেশী বিজ্ঞান-যোগাযোগই মানুষকে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারমুক্ত মন এবং পরিবেশরক্ষাকারী উন্নয়নে উন্নীত জীবন দিতে পারে। সমাজের সামগ্রিক ও প্রকৃত উন্নতি বিধানে তাই বিজ্ঞানকে জীবনের অঙ্গীভূত করাই বিজ্ঞান-যোগাযোগ স্থাপনের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।